তারিখ ... 13 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

■ এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সফলতার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। প্রত্যাশিত ফলই হয়েছে। এ বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৮.২৯ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৮৭.০৪ শতাংশ। এবার পাসের হার বেড়েছে ১.২৫ শতাংশ। কিন্তু কমেছে জিপিএ-৫। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১। তবে গতবারের তুলনায় এ বছর ভালো ফল হয়েছে।

এসএসসিতে এ বছর ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ২০১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। গড় পাসে শীর্ষে রাজশাহী এবং সর্বনিম্নে বরিশাল। বিদেশের ৮টি কেন্দ্রে এবার ৩৯৫ জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫৭ জন। তাদের মধ্যে ১১২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এসএসসির ফলই বলে দেয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষায় সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়ন হয়েছে বিষয়, লেখা ও মুদ্রণে। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ঠিক করার জন্য বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে। অবকাঠামোরও উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বেড়েছে, মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন। দেশকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেওয়ার ব্যাপারে তার আন্তরিকতারও কোনো কমতি নেই। কিন্তু বিষয়টি কেবল সদিচ্ছা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে শিক্ষার দর্শন ও জাতীয় লক্ষ্যাদর্শের মতো বৃহত্তর বিবেচনার বিষয় যেমন থাকে– তেমনি থাকে শিশু মনস্তত্ত্ব, শিক্ষার পদ্ধতি-কৌশল, পাঠ্যবই প্রণয়ন-কৌশল, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি। আমরা জানি, বর্তমান সরকার, বিশেষত বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী এসব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং বরাবর ভালো কিছু করতে আগ্রহী।

> যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার কৃতকার্য হতে পারেনি, তাদের বলব– এ ব্যর্থতা গায়ে না মাখাই ভালো। বরং ফল ভালো না হওয়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সংকটের সময় আবেগপ্রবণ না হয়ে যুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধি খাটিয়ে পথ চলতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও বলব এ দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার জন্য

যাহোক, আমরা এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার কৃতকার্য হতে পারেনি, তাদের বলব– এ ব্যর্থতা গায়ে না মাখাই ভালো। বরং ফল ভালো না হওয়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সংকটের সময় আবেগপ্রবণ না হয়ে যুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধি খাটিয়ে পথ চলতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও বলব এ দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার জন্য।

স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর অর্থ বড়দের জগতে প্রবেশ। অর্থাৎ এবার নাবালকত্ব ঘুচবে, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারটা বাড়বে। অধিকার যতটা, দায়িত্বও ততটা– এটিও বুঝতে হবে। প্রজ্ঞাবান নাগরিক হয়ে ওঠার চূড়ান্ত বা শেষ ধাপে উঠে আসা কেবল উপভোগ্য নয়, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রয়োগের বিষয়ও। এ কাজ শিশুর বটে। কিন্তু তার জন্য আয়োজনের সব দায়িত্বটি বড়দের– শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার ও পুরো সমাজের।